এই সময়

রবিবার, ৬ ডিসেম্বর, ২০১৫

বিষয় : সমকাল ও শেকস্‌পিয়র

একটিই নাটক। শেকস্‌পিয়রের 'টুয়েলফথ নাইট' রক-এন-রোল মিশিয়ে তার একটি রিমিক্স সংস্করণ, নিবেদনে ব্রিটেনের ফিল্টার থিয়েটার। সহযোগিতায় রয়্যাল শেকস্‌পিয়র গ্রুপ। অন্য দিকে, সেই নাটকেরই একটি বলিউডি সংস্করণ 'মুম্বাই নাইটস্' নির্মাণ করেছে মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র। নির্দেশনায় **ব্রাত্য বসু**। 'টুয়েলফথ নাইট' এবং শেকস্‌পিয়র নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডা দিলেন ফিল্টার থিয়েটার-এর প্রোডিউসার **সাইমন রিড**

শোভন : শেকস্‌পিয়রের পরে বহুদিন কেটে গিয়েছে, মাস কয়েক বাদেই, এপ্রিল ২০১৬, তাঁর প্রয়াণের চারশো বছর পূর্তি। মৃত্যুর পরে প্রায় চার শতাব্দী হতে চলল, অথচ শেকস্‌পিয়র এখনও এত প্রাসঙ্গিক! কেন?

সাইমন : আমি বলব, শেকস্‌পিয়রকে এখনও এত কাছের মনে হয়, কারণ মানুষের কথা লিখেছেন। একেবারে জনতার কথা। যদি 'টুফেলফথ নাইট'-ই ধরেন, এখানে শেকস্‌পিয়র সে সময়ের মানুষজনের কথা লিখছেন, তাদের বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের কথা লিখছেন, অথচ তার মধ্যে থেকেই আমাদেরও একটা ছবি বেরিয়ে আসছে। শেকস্‌পিয়র আমাদের এমন এক-একটা মুখ তুলে ধরছেন, যা হয়তো আমরা সে ভাবে কখনও খেয়ালই করিনি। হয়তো জানতামও না। শেকস্‌পিয়রের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদেরই নতুন করে চিনতে পারছি। এবং, যদিও ভাষাটা চারশো বছরের পুরোনো, কিন্তু এই আশ্চর্য জন-সংযোগটা আছে বলেই তাকে এখনও এত সমকালীন বলে মনে হয়।

ব্রাত্য : শেকস্‌পিয়র চিরকালীন বলেই সমকালীন। এবং উল্টোটাও কিন্তু সত্যি। তিনি সমকালীন বলেই চিরকালীন। আসলে, মানুষের কিছু মৌলিক আবেগ ভেসে উঠেছে তাঁর লেখায়। সেগুলি কোনোদিনই পুরোনো হওয়ার নয়। যেমন, এই নাটকে দেখা যায় মানুষের ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা। এবং এই নাটকের সূত্রেই আরও একটা কথা বলব। এখানে হাজারো মজা-হাসি-তামাশার মধ্যে শেকস্‌পিয়র খুব সূক্ষ্মভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন একটা বিষণ্ণতা। এই বিষণ্ণতা আমাদের চেনা। নগরীর মধ্যবিত্ত জীবনে নিহিত এই বিষণ্ণতা আমাদের আক্রমণ করে, সব সময় যে এর উৎস বুঝতে পারি তা নয়, কিন্তু তার ছায়াটা টের পাই আমাদের জীবনে।

সাইমন : এই বিষণ্ণতার প্রসঙ্গটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, 'টুয়েলফথ নাইট' তো একটা কমেডি। কিন্তু কাদের নিয়ে কমেডি? তাদেরই নিয়ে যারা তাদের শিকড় থেকে, তাদের সম্পর্ক থেকে কোনো না কোনো কারণে উৎখাত হয়েছে। এখানে যমজ ভাইবোন একে অন্যের থেকে হারিয়ে গিয়েছে। দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে।

ব্রাত্য : এই অবস্থাটার শেষ হচ্ছে কীভাবে? না, এক-একটি মানুষ যেন তার আত্মার দোসর খুঁজে পাচ্ছে। ডিউক অরসিনো অলিভিয়ার জন্য পাগল, কিন্তু সে তার প্রকৃত সাথী খুঁজে পাচ্ছে

ভায়োলার মধ্যে। অলিভিয়া পাচ্ছে সেবাস্টিয়ানকে। এমনকী স্যার টোবি বেলচ-ও মারিয়াকে পাচ্ছেন।

সাইমন : পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে অন্য বেশ কিছু কাজও হয়ে চলেছে সমান্তরালভাবে। তারা বিচিত্র একটি রসিকতায় বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে মালভোলিও-র মন। এমনকী, তারা নিজেদেরও বিভ্রান্ত করে চলেছে ক্রমাগত, এ নাটকের বিভিন্ন পর্বে।

ব্রাত্য : মনে রাখতে হবে, মালভোলিওর চরিত্রটি ঠিক পিউরিটানদেরই প্রতিচ্ছবি। তাকে যখন বিদ্রূপ করছেন, বস্তুত খারিজ করছেন শেকস্‌পিয়র, তখন তিনি কিন্তু বিশেষ একটি গোত্রের মতাদর্শ এবং জীবনযাত্রাকেও খারিজ করছেন একই সঙ্গে। তা ছাড়া, এলিজাবেথান যুগের পরে ইংল্যান্ডে পিউরিটানদের যে উত্থান গেল, অনেকেই তাকে মালভোলিওর প্রতিশোধ, দ্য রিভেঞ্জ অফ মালভোলিও বলে উল্লেখ করেছেন।

সাইমন : হ্যাঁ, এলিজাবেথান যুগের পরে তো একের পর এক গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত হচ্ছে গোটা দেশ। আপনি একটু আগেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললেন। শেকস্‌পিয়র সাধারণ মানুষদের নিয়ে কাজ করেছেন। এখানে যেমন স্যার টোবি বেলচ বা স্যার অ্যান্ড্রু-র মতো চরিত্র আছে, তেমনই আছে একেবারে আমজনতার প্রতিনিধি নানা চরিত্র।

ব্রাত্য : একদমই তাই। ভিখারি আছে, ভাঁড় আছে...

সাইমন : এখানেই শেকস্‌পিয়র সর্বজনীন। তাঁর রচনার মধ্যে সমাজ তার গোটা চেহারাটা নিয়ে উঠে আসছে। সবাই কীভাবে কথা বলে, কী আচরণ করে, কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে মেশে, সব ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়।

ব্রাত্য : দেখুন, ইংরেজি তো আমাদের মাতৃভাষা নয়, তা সত্ত্বেও শেকস্‌পিয়র আমাদের খুব কাছের। এবং, আরও একটি ব্যাপার আছে। ভারতে আমাদের সঙ্গে শেকস্‌পিয়রের যোগাযোগের মধ্যে কিন্তু উপনিবেশের ছায়া এসে পড়েছে। একটা সময়, ইংরেজ আমলে এ দেশে শেকস্‌পিয়রের চর্চা হয়েছিল। এখন উত্তর-উপনিবেশ যুগে তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কীভাবে এগোবে, সেটাও ভাবা দরকার। আমি আগেও শেকস্‌পিয়র করেছি। হ্যামলেট থেকে করেছি হেমলাট, সেই চরিত্রটাকে উত্তর কলকাতার মধ্যে রেখেছি। এবং, আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসটা হল, যদি শেকস্‌পিয়র করতে হয়, তাহলে যা মূল নাটকে আছে সরাসরি সেটাই করব না, আমি সেই টেক্সট-এর মধ্যে একটা অন্তর্ঘাত চালাব।

সাইমন : আপনি উপনিবেশের প্রসঙ্গটা তুললেন, সেই সূত্রে বলি, ভারতে আসার পর আমার মনে হচ্ছে, শেকস্‌পিয়রের রচনা চরিত্রে যতটা ইংরেজ, তার চেয়ে ঢের বেশি ভারতীয়। কেন, তা বলি। ভারতে পা দিয়েই আপনি অদ্ভুত একটা জিনিস দেখবেন। বুঝতে পারবেন যে আপনি এমন একটা দেশে আছেন, সেটা সব থেকে সুস্থ আবার হতশ্রীও বটে। যে দেশ প্রেরণা দেয়, আবার বিরক্তও করে, মেজাজ চড়িয়ে দেয়। এই বিপরীতের মিশেলটাই কিন্তু শেকস্‌পিয়র। ভারতে তিনি আসুন বা না-ই আসুন, ভারতে এই নিহিত বিরোধাভাস তাঁর বিভিন্ন রচনার চরিত্রলক্ষণও বটে।

ব্রাত্য : সময়ের এই যে বিভিন্ন অসুখ, অস্থিরতা, হতাশা, মৌলবাদ... তার প্রেক্ষিতেই আমি শেকস্‌পিয়রকে খুঁজে পাই।

সাইমন : ঠিকই, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, সাধারণভাবে রাজনৈতিক নাটক অর্থাৎ পরিভাষায় 'পলিটিক্যাল প্লে' বলতে যা বোঝায়, খতিয়ে দেখলে 'টুয়েলফথ নাইট' কিন্তু শেকস্‌পিয়রের সেই পলিটিক্যাল প্লে-র মধ্যে খুব উঁচু দিকে আসবে না, বরং আমি তো বলব, এটা শেকস্‌পিয়রের 'লিস্ট পলিটিক্যাল প্লে'।

ব্রাত্য : ব্যাপারটা তাই, কিন্তু এর মধ্যে যে পলিটিক্সটা কাজ করে সেটা খুবই সূক্ষ্ম...

সাইমন : আপনাদের নাটকের কস্টিউম দেখে মনে হচ্ছে, গোটা ব্যাপারটা নিয়েই চূড়ান্ত মজা করেছেন আপনারা...

ব্রাত্য : নিঃসন্দেহে। নাটকের অভিনেতারা দারুণ স্পিরিটের সঙ্গে এই কাজটা করেছেন। গৌতম হালদারের মতো সিনিয়র অভিনেতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুনরা কাজ করেছেন। আসলে বিভিন্ন বলিউডি ছবির নাচ, গান—সব মিলিয়ে একটা কার্নিভালের মতো হুল্লোড়—এ সব নিয়েই 'মুম্বাই নাইটস্'। লেখার ক্ষেত্রে খুবই দক্ষভাবে এই বিষয়টি সামলেছেন দেবাশিস। 'টুয়েলফথ নাইট'-কে ধরে 'মুম্বাই নাইটস্' তাঁরই রচনা। আচ্ছা,

আপনারা কি শেকস্‌পিয়রের টেক্সটটা একই রেখেছেন, নাকি সেটাও নিজেদের মতো করে নিয়েছেন।

সাইমন : না, টেক্সটটা শেকস্‌পিয়রেরই রাখা হয়েছে, আমরা শুধু কেটেছেঁটে দৈর্ঘ্যটা দেড় ঘণ্টায় নামিয়ে এনেছি।

ব্রাত্য : 'মুম্বাই নাইটস্' অবশ্য দু'ঘণ্টার একটু বেশি।

শোভন : শেকস্‌পিয়রের নানা নাটকে একটা জিনিস বারবারই চোখে পড়ে, এবং 'টুয়েলফথ নাইট'-এ তো বটেই, বিচিত্র একটা নৈরাজ্য। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত নৈরাজ্য। এই বিষয়টাকে আপনারা নাটকটা করতে গিয়ে কীভাবে দেখেছেন?

সাইমন : আমরা খুব সরাসরি ব্যাপারটাকে দেখি। আমরা দর্শকদের বলি, ভুলে যান যে আপনারা একটা নাটক দেখতে এসেছেন। ভুলে যান নাটকের প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সাধারণভাবে আপনার কী করণীয় এবং কী নয়, সে সব ভুলে মঞ্চে আসুন, নাচ-গান করুন, ফূর্তি করুন, নাটকের একটা পার্টি থাকে, তাতে যোগ দিন, কেউ আপনাকে আটকাবে না। তো, দর্শকেরাও তা-ই করেন। মালভোলিও যখন মঞ্চ থেকে বেরিয়ে তাঁদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যায়, তারা বলেন, কী মশাই, আপনার মাথাটাথা খারাপ না কি! তো এই সব করতে করতেই হঠাৎ তারা বুঝতে পারেন, আরে, আমরা তো দর্শক, আমরা তো নাটকটা দেখতে এসেছি, ওখানে ওই নির্দিষ্ট আসনে আমাদের বসে থাকার কথা! খেয়াল করে দেখুন, এই নাটকে স্যার টোবি বেলচ-ই কিন্তু যাবতীয় বেনিয়মের নাটের গুরু—'দ্য লর্ড অফ মিসরুল'। আমরা চাই, দর্শকেরাও নাটকটার মধ্যেই জড়িয়ে পড়ুন, তাদের আলাদা অস্তিত্বের কথা স্রেফ ভুলে যান, আর সেই ভুলে যাওয়া থেকেই নিজেদের দিকে একবার নতুন করে তাকান, নতুন করে আবিষ্কার করুন নিজেকে। আর, একটু আগেই মালভোলিওর কথা হচ্ছিল। মালভোলিওকে কিন্তু আমার ততটা পিউরিটান বলে মনে হয় না, বরং আমার মনে হয়, সে একটি মূর্তিমান রসভঙ্গ, যাকে বলে 'কিলজয়'। সারাক্ষণ সে শুধু বিভিন্নরকম নিয়মের কথা বলে যায়...

ব্রাত্য : ঠিকই, তবে আমার মনে হয়, নিছকই সে দিক থেকে দেখলে বেচারা মালভোলিওর প্রতি একটু অবিচারই করা হবে না কি? সে তো শুধু সিস্টেমের কথাই বলে। চলো নিয়মমতে। কোথাও যেন নিয়মনীতির একটুও নড়চড় না হয়।। আর, শেষটায় স্যার টোবি, মারিয়া এবং স্যার অ্যান্ড্রু তাকে ধোঁকা দেয়। তাতে তো বেচারার কোনো দোষ ছিল না।

সাইমন : হুঁ, ব্যাপারটা তাই। যে লোক সবাইকে নিয়ম মেনে চলার কথা বলে, তাকেই কি না ওই তিনজন ধোঁকা দিয়ে বলে, নিয়ম ভাঙুন, বিচিত্র সব সাজপোশাক পরে হাজির হন অলিভিয়ার কাছে, বুঝতে না পেরে মালভোলিও মেনেও নেয় সে কথা, আর যখন সত্যিই সে কাজটা করে, তখন ওই তিনজন, স্যার টোবি, মারিয়া আর স্যার অ্যান্ড্রু তাকেই বলির পাঁঠা করে নির্বাসনে পাঠায়।

ব্রাত্য : আবার দেখুন, স্যার টোবিকে যেন প্রায় বাধ্যই করা হয় মারিয়ার প্রেমে পড়তে, তাই না? এই নাটক প্রেম আর প্রত্যাখ্যাত প্রেমের বিচিত্র একটা নিদর্শন। কারও প্রেম সার্থকতা পায়, কারও পায় না।

শোভন : তা হলে কি বলবেন, একটা অর্থে, এ নাটক 'লাভ'স লেবার লস্ট'...

সাইমন : (হাসি) খানিকটা, তবে সব মিলিয়ে 'লাভস লেবার লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড'... আসলে আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ লাগে এই নাটকের উপশিরোনামটা। 'টুয়েলফথ নাইট'-এর সঙ্গে জুড়ে আছে 'হোয়াট ইউ উইল'। এই 'হোয়াট ইউ উইল' মানে কিন্তু নিছক কে কী করবে, তা নয়। বরং, শেষটায় গিয়ে কে কী হবে, তা-ও। এই নাটক বলে, যদি আপনার কল্পনাশক্তি থাকে, তা হলে আপনি যা ইচ্ছে, তা-ই হতে পারেন। 'টুয়েলফথ নাইট' নানারকম সম্ভাবনার মজাদার খেলায় ভরভরন্ত একটি নাটক।

শোভন : এখানে এসে আপনাদের দু'জনের দিকেই একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাই। সেটা আগেও একবার করেছিলাম, আড্ডার শেষ দিকে এসে আবার। শেকস্‌পিয়রে কী এমন আছে, যাতে বলিউড থেকে হলিউড, একুশ শতকের কলকাতা থেকে লন্ডন, সর্বত্র তিনি বিরাজমান?

ব্রাত্য : কারণ, শেকস্‌পিয়রের নাটক খুবই বাণিজ্যিক। তাতে কিন্তু গভীরতায় কোনো ভাঁটা পড়েনি। তিনি মানুষের কিছু মৌলিক আবেগ-অনুভবের কথা তুলে ধরেন। তাতে সাড়া দিতে

কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হয়ও না। হ্যামলেট-এর দ্বিধা, ম্যাকবেথ-এর উচ্চাশা, ওথেলো-র ঈর্ষা সবার চেনা।

সাইমন : ঘটনা। এই বাণিজ্যিক ব্যাপারটা কিন্তু ভেবে দেখার মতো। শেকস্‌পিয়র আদ্যন্ত এন্টারটেনার, যাকে বলে শোম্যান, দর্শকদের একটা ছোট্ট অংশই আমার কদর করবেন, এমন কোনো বাসনা তাঁর কস্মিনকালে ছিল না। বরং, তিনি সে সময় একের পর এক মঞ্চ সফল নাটক লিখেছেন। এখনকার দিনে জন্মালে তিনি নির্ঘাৎ টিভি সিরিয়াল লিখতেন, কিংবা ফাটাফাটি সব চিত্রনাট্য বা মিউজিক্যাল। পপুলার এন্টারটেনার বলতে যা বোঝায়, শেকস্‌পিয়র তা-ই। নাটক লিখেছেন, অভিনয় করেছেন, প্রযোজনা করেছেন, তা থেকে দু'হাতে রোজগার করেছেন—মহান শিল্পী মানেই যে অর্থ-যশ-খ্যাতি থেকে শত হস্ত দূরে, শেকস্‌পিয়র আদপে তা নন।

সংযোজনা : শোভন তরফদার
সৌজন্যে : ব্রিটিশ কাউন্সিল